

বর্তমান সরকারের বিদ্যুৎ খাতে গত সাত (০৭) বছরে অর্জন

২০০৯ সালের পূর্বে বিদ্যুতের অভাবে দেশের অর্থনীতি ছিল পর্যুদস্ত, শিল্প, বাণিজ্য ছিল স্থবির এবং জনজীবনে লোডশেডিং ছিল অসহনীয়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মেয়াদের দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও সমরোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সাত (০৭) বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিগত মহাজোট সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

ভিশন

সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট এবং প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। সে সময় নতুন সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। একই সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের সাত বছরে ২০০৯ হতে মার্চ ২০১৬ মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে।



এক নজরে সাত বছরে (২০০৯- মার্চ ২০১৬) বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিনগুণে উন্নীতকরণ;
- ❖ বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ৩,২৬৮ মেগাওয়াট (০৬ জানুয়ারি ২০০৯) হতে ৮,১৭৭ মেগাওয়াটে (১৩ আগস্ট ২০১৫) উন্নীত করা;
- ❖ বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগ থেকে ৭৬ ভাগে উন্নীত করা;
- ❖ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার হতে ৩৭১ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত করা;
- ❖ ৯৬ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা সৃষ্টি;
- ❖ প্রায় ১,৮০০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
- ❖ প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- ❖ সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বিদ্যুতের বিতরণ লস ১০.৪৯% এ হ্রাসকরণ;
- ❖ কেপিআই ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ❖ ই-টেন্ডারিং, ই-ফাইলিং ও সমন্বয় সভার জন্য অন-লাইন ভিত্তিক ইত্যাদি সফটওয়্যার চালু মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন;
- ❖ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান, প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালু ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন;
- ❖ Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

২০০৯ - মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র:

ক্র.নং	বিষয়	২০০৯ সালের পূর্বে	মার্চ ২০১৬	অর্জন
১	২	৩	৪	(৪-৩)=৫
০১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১০১	(+) ৭৪
০২.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	৪,৯৪২	১৪,৪২৯*	(+) ৯,৪৮৭
০৩.	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	৩,২৬৮	৮,১৭৭	(+) ৪,৯০৯
০৪.	ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি (মেঃওঃ)	-	৬০০	(+) ৬০০
০৫.	মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.)	৮,০০০	৯,৭৮৯	(+) ১,৭৮৯
০৬.	গ্রীড সাব-স্টেশন ক্ষমতা (এমভিএ)	১৫,৮৭০	২৬,২২৬	(+) ১০,৩৫৬
০৭.	মোট বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২ লক্ষ ৬০ হাজার	৩ লক্ষ ৭২ হাজার	(+) ১ লক্ষ ১২ হাজার
০৮.	নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	১.৬	২০০	(+) ১৯৮.৪
০৯.	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	৪০ হাজার	৪৫ লক্ষ	(+) ৪৪.৬০ লক্ষ
১০.	সোলার সেচ পাম্প স্থাপন	-	২১৩	(+) ২১৩
১১.	প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	-	৯৮ হাজার	(+) ৯৮ হাজার
১২.	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%)	৪৭	৭৬	(+) ২৯
১৩.	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘন্টা)	২২০	৩৭১	(+) ১৫১
১৪.	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ০৮ লক্ষ	২ কোটি ৪ লক্ষ	(+) ৯৬ লক্ষ
১৫.	বিতরণ সিস্টেম লস (%)	১৬	১০.৪৯	(-) ৫.৫১

* ১২,২২৯ + ২,২০০ (ক্যাপটিভ) = ১৪,৪২৯ মেগাওয়াট/অবসর গ্রহণ - ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র = ২৪০ মেগাওয়াট

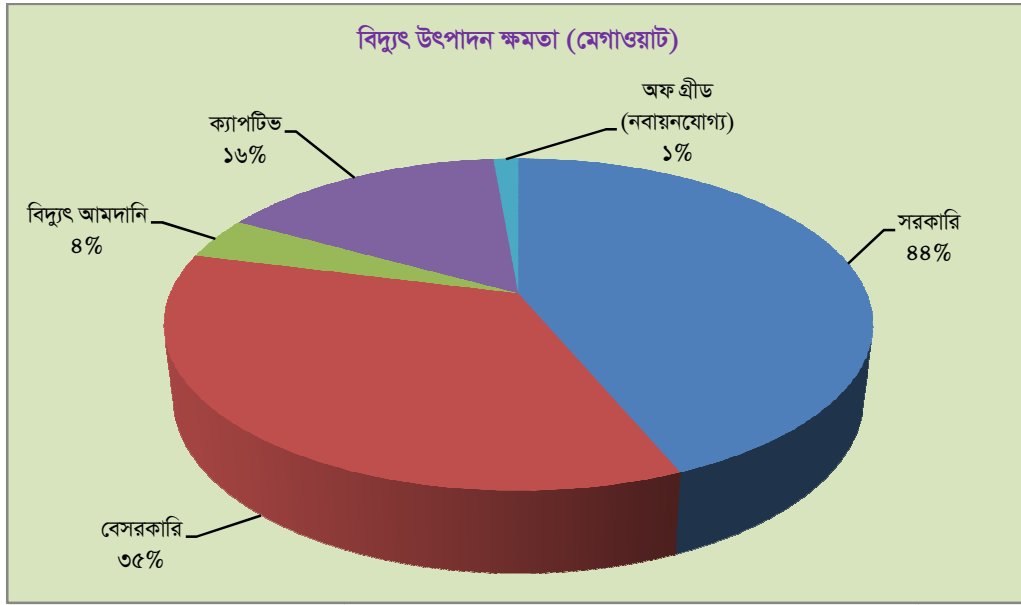
বিদ্যুৎ উৎপাদন

বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

সরকারি, বেসরকারি এবং বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ১২,২২৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে খাতওয়ারি বিদ্যুৎ উৎপাদন দেয়া হলো:

খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৬,৪৪০
বেসরকারি	৫,১৮৯
বিদ্যুৎ আমদানি	৬০০
মোট	১২,২২৯

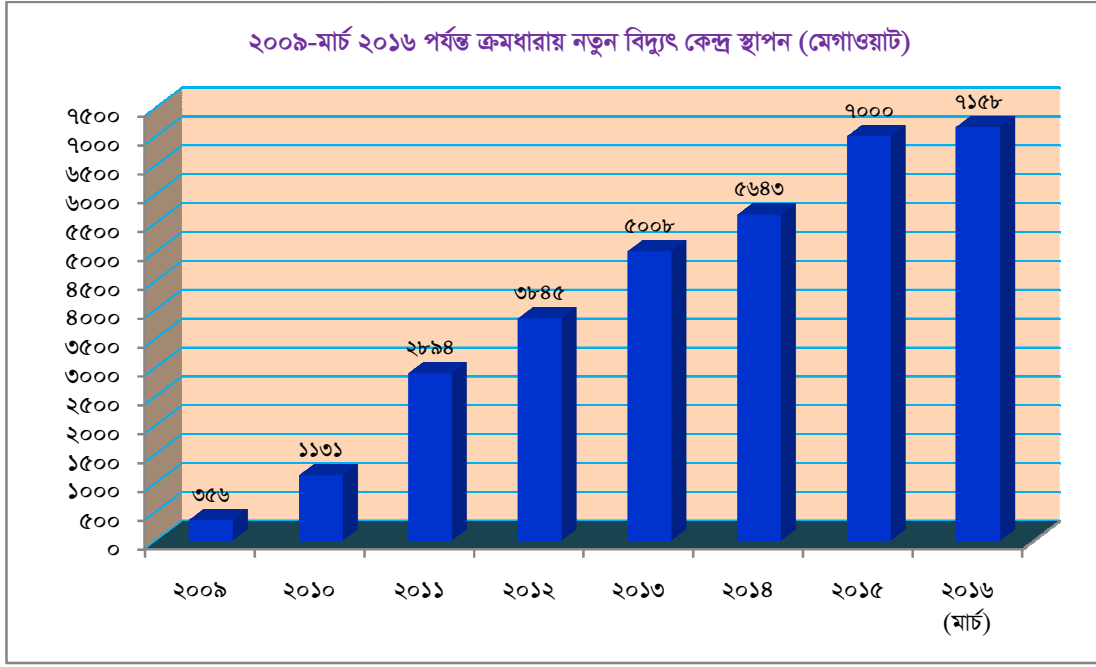
এছাড়া ক্যাপটিভ থেকে প্রায় ২,২০০ মেগাওয়াট এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।



২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন

২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সরকারিখাতে ২,৮৭৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৫টি, বেসরকারিখাতে ৩,৬৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৯টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে সর্বমোট ৭,১৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ গ্রীডে যোগ করা সম্ভব হয়েছে।

বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
২০০৯	১২	৩৫৬
২০১০	৯	৭৭৫
২০১১	২২	১৭৬৩
২০১২	১১	৯৫১
২০১৩	৫	১১৬৩
২০১৪	৭	৬৩৫
২০১৫	৭	১৩৫৭
২০১৬	১	১৫৮
মোট	৭৪	৭,১৫৮



২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমধারায় নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন

২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ১২,৮৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৮২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে ৫,৫৩৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করেছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	কমিশনিং হয়েছে (মেঃওঃ)
সরকারি	৩৫	৬৫১৫	২৪১৩ (২১)
ভাড়াভিত্তিক	২০	১৬৫৩	১৬৫৩ (২০)
আইপিপি	২৭	৪৭১৩	১৪৭০ (১২)
মোট	৭৯	১২,৮৮১	৫,৫৩৬ (৫৩)

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ৭,২৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে।

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	১৪	৪,০৮৫
বেসরকারি	১৫	৩,২১১
মোট	২৯	৭,২৯৬

টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ৬,৬৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	১০	৪,৬৩৮
বেসরকারি	১০	২,০৪৩
মোট	২০	৬,৬৮১

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বর্তমানে সরকারিভাবে ৪,৪৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৬	৪,৪৩৫
বেসরকারি	-	-
মোট	৬	৪,৪৩৫

LOI ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

ক্র.নং.	নাম	অবস্থান	জ্বালানি	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	অবস্থা
১	SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte. Ltd	কক্সবাজার	সোলার	২০০	LOI ইস্যু: ২১.১০.২০১৫
২	HETAT-DITROLIC-IFDC Solar Consortium	ময়মনসিংহ	সোলার	৫০	LOI ইস্যু: ২১.১২.২০১৫
৩	PIA group, Spain and BAESL	চট্টগ্রাম	উইন্ড	১০০	LOI ইস্যু: ১৭.১২.২০১৩
৪	Orion Power Ltd.	চট্টগ্রাম	কয়লা	২৮২	LOI ইস্যু: ৩১.১০.২০১৩
৫	Orion Power Ltd.	ঢাকা	কয়লা	২৮২	LOI ইস্যু: ৩১.১০.২০১৩
৬	Orion Power Ltd.	ঢাকা	কয়লা	৬৩০	LOI ইস্যু: ৩১.১০.২০১৩
৭	Rural Energy Holdings, RPCL	গাজীপুর	গ্যাস	২০০+১৫%	LOI ইস্যু: ২৯.১০.২০১৩
৮	Sembcorp Utilities Pte. Ltd., Singapore & NWPGL	শিরাজগঞ্জ	ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি)	৪০০+১০%	LOI ইস্যু: ২২.০৯.২০১৫
৯	PTC India Ltd. (Power Import)	ভেড়ামারা	West Benge Pool Power	৪০	LOI ইস্যু: today
১০	American Liberty Power Bangladesh	ফেঞ্চুগঞ্জ	গ্যাস	৫৫	LOI ইস্যু: ১৭.১১.২০১৩
১১	Consortium of Aitken Spence Plc, & Alliance Holdings Limited,	ভৈরব	এইচএফও	৫৪.৫	LOI ইস্যু: ২০.০৩.২০১২
১২	Consortium of Aitken Spence Plc., & Alliance Holdings Limited, Bangladesh.	কালিয়াকৈর	ডুয়েল-ফুয়েল (এইচএফও/গ্যাস)	১৪৯	LOI ইস্যু: ০৮.০৪.২০১১

কয়লাভিত্তিক মেগা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)
মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট, রামপাল	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাঃ কোঃ	১,৩২০
মাতারবাড়ি আন্টাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্রজেক্ট, কক্সবাজার	কোল পাওয়ার	১,২০০
পায়রা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, পটুয়াখালী	নওপাজেকো	১,৩২০
পেকুয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	১,২০০
মহেশখালী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	বিউবো ও Tenaga, Malaysia যৌথ	১,৩২০
উত্তরবঙ্গ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট	এপিএসসিএল	১,৩২০
৭০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর যৌথ	৭০০
দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি	বিউবো ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথ	১,৩২০
বিউবো CHDHK, China জয়েন্ট ভেঞ্চার	বিউবো-CHDHK, China জয়েন্ট ভেঞ্চার	১,৩২০
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৩৫০
মোট		১১,৩৭০

বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথক করণের জন্য কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পিজিসিবি সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সঞ্চালন গ্রীড নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এক নজরে সঞ্চালন খাত

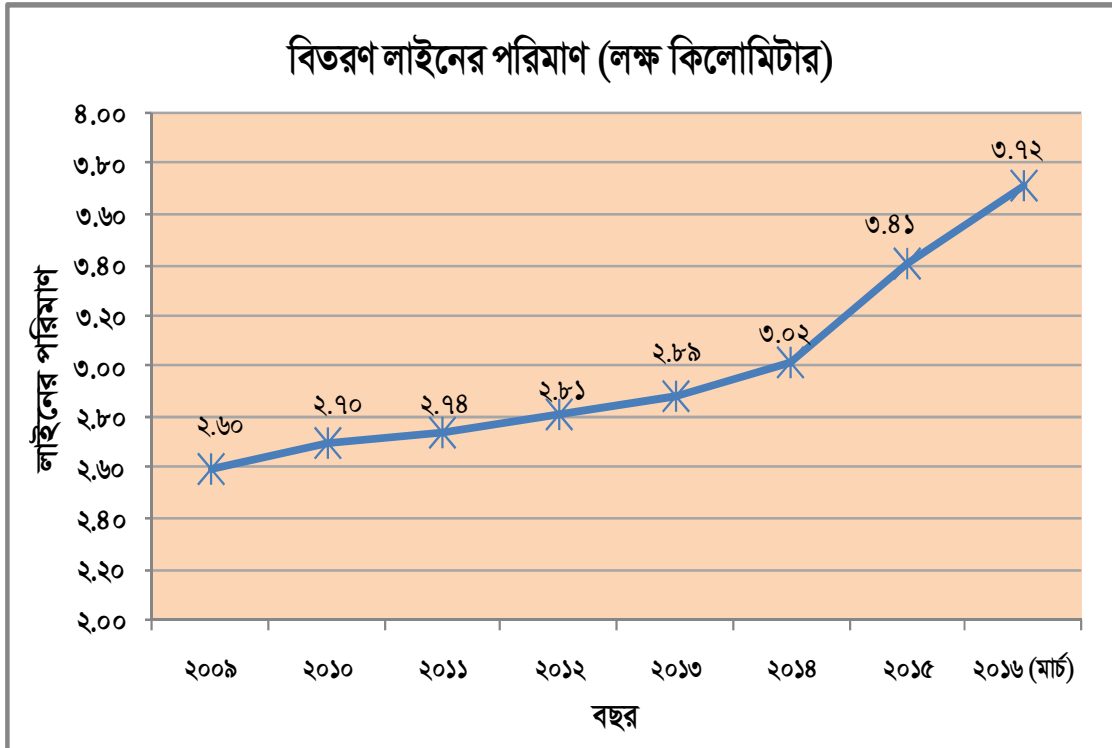
❖ ৪০০ কেভি সঞ্চালন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	: ১ টি (৫০০ মেঃওঃ HVDC Back to Back স্টেশন)
❖ মোট সঞ্চালন লাইন	: ৯,৭৮৯ সার্কিট কিলোমিটার
➢ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ২২১ সার্কিট কিলোমিটার
➢ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩১৭১ সার্কিট কিলোমিটার
➢ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬,৩৯৭ সার্কিট কিলোমিটার
❖ গ্রীড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ২৪,৯১১ এমভিএ
➢ ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ৫২০ এমভিএ
➢ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ৯,৬২৫ এমভিএ
➢ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ১৪,৭৬৬ এমভিএ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২১ সালের মধ্যে)

➢ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১০,২৯৭ সার্কিট কিলোমিটার
➢ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৫,০৮১ সার্কিট কিলোমিটার
➢ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩,৭১১ সার্কিট কিলোমিটার

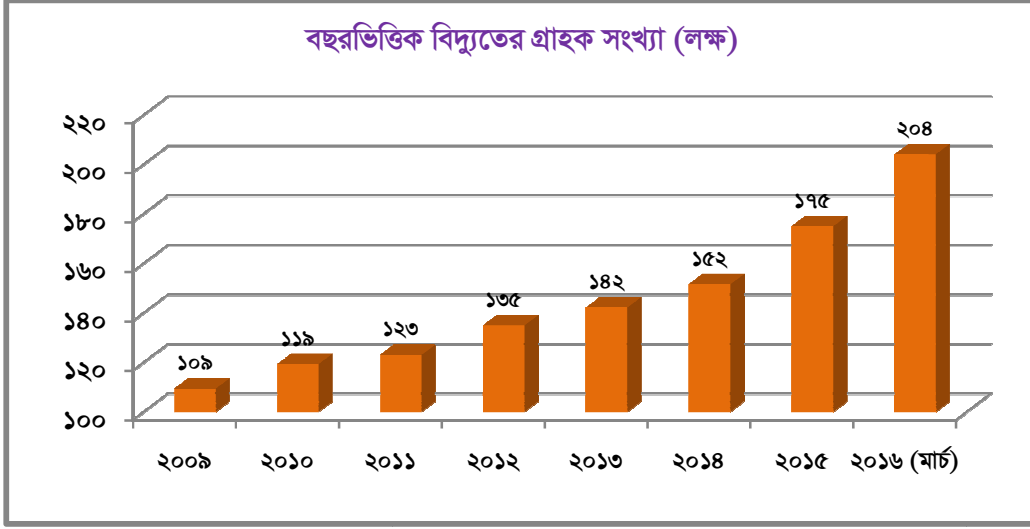
বিদ্যুৎ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী রয়েছে-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭২ হাজার কিলোমিটার যা ২০০৯ সালে ছিল ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার।



২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিক বিতরণ লাইন নির্মাণ

বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও উর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ২ কোটি ৪ লক্ষ গ্রাহক রয়েছে।



২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিক বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা

নতুন আইন ও নীতিমালা

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন/ সংশোধন করা হয়েছে।

নতুনভাবে প্রণীত আইন ও নীতিমালা -

- “বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০” প্রণয়ন
- “সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (শ্রেডা) আইন, ২০১২” প্রণয়ন
- “পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩” প্রণয়ন
- “৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা” প্রণয়ন
- “সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন নির্দেশিকা, ২০১৩” প্রণয়ন
- “Action Plan for Energy Efficiency and Conservation” প্রণয়ন
- বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০০৫
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫

যে সকল আইন ও নীতিমালাগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তা হলো-

- “বিদ্যুৎ আইন ১৯১০” সংশোধন
- “জাতীয় জ্বালানি নীতিমালা” হালনাগাদকরণ
- “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা” সংশোধন
- “জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ বিধিমালা” প্রণয়ন
- “Energy Efficiency and Conservation Master Plan” প্রণয়ন
- “ইউনিফাইড সার্ভিস রুল” প্রণয়ন
- “নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিধি” প্রণয়ন
- “বিউবো’র সার্ভিস রুল” সংশোধন
- “এনার্জি রিসার্চ কাউন্সিল” গঠন
- “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন
- “বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর মেইনটেনেন্স কোম্পানী” গঠন
- “কোল ক্লাব” গঠন

আঞ্চলিক সহযোগিতা

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মি. নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রীড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা (ভারত) হতে কুমিল্লা (দক্ষিণ) উপকেন্দ্রে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুতের গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

- অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালু
- ই-টেন্ডারিং, ই-ফাইলিং
- সমন্বয় সভার জন্য অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার চালু
- পিএমআইএস সফটওয়্যার পদ্ধতি চালুকরণ
- “স্ল্যাপ শট” এর মাধ্যমে মিটার রিডিং
- অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন
- **ICT Road Map for Bangladesh Power Sector (ERP solution):** বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি Enertprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। জ্বালানি বিভাগের জন্য অনুরূপ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত অনলাইন সেবাসমূহ চালু আছে:

- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান;
- প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালু;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
- অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
- মোবাইল ফোন ও অন-লাইনের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদীর স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সাল এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি হতে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি হতে ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৩১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে পাবলিক সেক্টর ১১০০ মেগাওয়াট এবং বাকী অংশ বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হবে।

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

• সোলার হোম সিস্টেম (৪.৫ মিলিয়ন)	:	১৭৫ মেগাওয়াট
• সরকারি/বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেম	:	৩ মেগাওয়াট
• বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেম	:	১ মেগাওয়াট
• নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পিভি স্থাপন	:	১১ মেগাওয়াট
• সোলার ইরিগেশন	:	২ মেগাওয়াট
• বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	:	২ মেগাওয়াট
• বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	১ মেগাওয়াট
• বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	৫ মেগাওয়াট
• হাইড্রো	:	২৩০ মেগাওয়াট
মোট	:	৪৩০ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎখাতের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ক্র.নং	সংস্থা/ কোম্পানী	২০৩১ সাল নাগাদ মোট উৎপাদন পরিকল্পনা (মেঃওঃ)	২০৪১ সাল নাগাদ উৎপাদন পরিকল্পনা (মেঃওঃ)
০১	সরকারি		
১.১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৯৫৯০	১০,৯৭৪
১.২	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ	৩৫৯৯	৬,৮৬৪
১.৩	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ	৪১৯৭	৩,৯৩৭
১.৪	নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ	৬৩৬২	৪,৫৩৪
১.৫	রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	২৮০৭	৩,৩৯১
১.৬	বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ	১৪৯	০
১.৭	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ	৩১০০	৫,৯৪০
১.৮	বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	১৩২০	২,৬৪০
১.৯	জয়েন্ট ভেঞ্চার	৩৯৬০	৫,১৬০
০২	বেসরকারি (আইপিপি)	১০৩৫৪	১১,২৫৭
০৩	বিদ্যুৎ আমদানি	৩১০০	৫,০০০
	মোট	৪৮,৫৩৮	৫৯,৬৯৭

জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম

বিদ্যুতের অপচয় হ্রাস ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ✓ ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- ✓ জাইকার সহায়তায় EE & E Conservation শীর্ষক Master Plan প্রণয়ন;
- ✓ জাতীয় বিল্ডিং কোডে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা;
- ✓ পাঠ্য পুস্তকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও বিকল্প জ্বালানি বিষয়ক তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা;
- ✓ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- ✓ অদক্ষ ও অতি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও নবায়ন;
- ✓ সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কন্সট্রাকশন সাইকেলে রূপান্তর;
- ✓ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এনার্জি স্টার লেভেলিং কার্যক্রম শুরু করা।

বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ:

- ✓ নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অগ্রাধিকার (ফাস্ট ট্র্যাক) প্রকল্প হিসেবে কয়লা ভিত্তিক মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;
- ✓ এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন ও চাহিদা অনুযায়ী আমদানি;
- ✓ পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর Technical Audit সম্পন্নকরণ;
- ✓ চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের উৎপাদন/অনুসন্ধান বৃদ্ধি;
- ✓ Grid System Reliability Study এর মাধ্যমে সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- ✓ যথাসময়ে বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ✓ ঢাকাসহ জনবহুল নগরসমূহে ভূ-গর্ভস্থ বিতরণ লাইন স্থাপন;
- ✓ বিতরণ সংস্থাসমূহে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক Call Center স্থাপন;
- ✓ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য বিতরণ এলাকায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপন;
- ✓ ERP বাস্তবায়নের মাধ্যমে “Paper Less Office” স্থাপন;
- ✓ Power Bond Issue, Export Credit Agency (ECA) সহ Innovative Financing এর মাধ্যমে অর্থায়ন;
- ✓ বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহে HR Need Assessment করা;
- ✓ সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রাহক সচেতনতার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা।

আগামী দিনের লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

==**==